দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে পারছে না। এ বিষয়ে যথেষ্ট লেখালেখি, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারী কমিশনও গঠিত হয়েছে। এসব কমিশনের রিপোর্ট যথারীতি সরকারের কাছে জমাও পড়েছে, কিন্তু কোন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সরকার বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করেছে বলে শোনা যায় নি। স্বাধীনতার তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি গ্রহণ করা যায় নি। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয় লক্ষ্য এখনো অনির্ধারিতই রয়ে গেছে। বিগত সরকারগুলো শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন করতে সক্ষম হওয়ার দাবী করলেও আদতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে একটি ক্রমাবনতিশীল অবস্থায় রয়েছে, তা' এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মত মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নিয়ে অতীতে রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক এবং রাজনীতিবিদদের সীমাহীন ব্যর্থতা রয়েছে। আর এই ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ এক সময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। গতকাল একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, আন্তর্জাতিক রেটিং থেকে শুরু করে লোকাল রেটিং-এও বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান ক্রমশঃ নিচে নেমে লজ্জাজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই রিপোর্টে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা তুলে ধরেছে। গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, যোগ্যতা কিংবা মেধা যাচাই না করেই শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কোন ব্যবস্থা না থাকাকে শিক্ষার এই ক্রমাবনতির জন্য দায়ী বলে ইউজিসি'র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেই যে শিক্ষার মানোন্নয়ন বা শিক্ষা সম্প্রসারণের নিশ্চয়তা দেয়া যায় না, তা' ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি এনজিও এবং আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার পরও শিক্ষাখাতে কার্যকর অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এক জরিপে দেখা যায়, ২০
সালে যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৩ শতাংশ, সেখ
গতবছর তা' বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কার
শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যতঃ তেমন কে
পদক্ষেপই গৃহীত হয় নি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সামগ্রিক বিষয়। আমা
শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানা স্ত
বিভক্ত হলেও শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বি
গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে আর তারই ধারাবাহিকতা ব
রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা সীমাবদ্ধতার কারণে নব্বই দশকের শুরু
দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস করা হয়। এরই মধ্যে বেসরক
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্ধশত ছাড়িয়ে গেছে। সময়ের নিরিখে বেসরক
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা এখন দেড় যুগ অতিক্রম করছে। এই সম
মধ্যে কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ই সত্যিকার অর্থে দেশীয় বাস্তবতায় উচ্চশি
আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। মন্দের ভাল হিসেবে কোন কে
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের শিক্ষা দিচ্ছে বলে দাবী করলেও, ইউজি
রিপোর্ট অনুসারে শিক্ষক, কারিকুলাম, অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক
শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা ও ব্যর্থতা রয়েছে।

ইউজিসি'র রিপোর্টে দেশের সকল শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার প্রকৃত অ
বেরিয়ে এসেছে। উচ্চ শিক্ষার একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ইউজিসি'র দা
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ন
দশকের শুরু থেকে প্রতিবছরই নতুন নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমো
দেয়া হয়েছে, অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, উপযুক্ত শি
এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবেশ আছে কি না তা' যাচাই করা হয় নি। অধিক
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশীরভাগ খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে পাঠদানের ব
চালাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাড়তি টাকার জন্য প্রাই
বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার চাকুরী নিচ্ছে বলে জানা যায়। এতে উ
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই তাদের প্রাপ্য শিক্ষা বা গাইডলাইন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
বিষয়টির আশু ফয়সালা হওয়া উচিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রাই
বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফী, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ সকল বৈষম্য আ
কমিয়ে আনা প্রয়োজন। অযৌক্তিকভাবে উচ্চহারের টিউশন ফী নির্ধারণের মাধ
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করেছে। ভর্তির ক্ষে
মেধা যাচাই এবং ভর্তি ও টিউশন ফী নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের নাগালের ম
রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অনতিবিলম্বে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বৈ